Aidilfitri Sermon

Islamic Religious Council of Singapore

1 Syawal 1445H

একটি সংশয়হীন ও বিশ্বাসে অবিচল ধর্মীয় জীবন যাপন করা

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا صَلَّى المُصَلِّي وَكَبَّرَ

اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا صَامَ الصَّائِمُ وَأَفْطَرَ

اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا أَنْعَمَ عَلَى المُنْعَمِ فَشَكَرَ

اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا ابْتَلَى المُبْتَلَى فَصَبَرَ

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ وَ للهِ الْحَمْدُ

الحَمْدُ للهِ الَّذِي تَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَرَزَقَنَا الصَّبْرَ وَالْاِحْتِسَابَ بِقَدَرِهِ وَقَضَاءِهِ، وَحَفِظَنَا مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ وَسُوءِ قَضَاءِهِ، وَحَبَّبَ إِلَيْنَا الإِحْسَانَ إِلَى خَلْقِهِ وَعِيَالِهِ، فَلِلَّهِ الحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ

الأَرْضِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَلَهُ الكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ذُو الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ذُو الخُلُقِ العَظِيْمِ، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوْفٌ رَحِيمٌ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنِ. نَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى الأَمَانَةَ، وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَنَصَحَ الأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَتَاهُ اليَقِينُ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

আল্লাহর আশীর্বাদপ্রাপ্ত প্রিয় সুধীমণ্ডলী,

এই আনন্দময় সকালে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মহিমা স্বীকার করে আমরা উচ্চকণ্ঠে তাকবীর উচ্চারণ করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা তাঁর প্রশংসা করি। নিশ্চয়ই সবসময় সকল প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। তাঁর অপরিমেয় আশীর্বাদ ও করুণার ফলেই আমরা রমজান মাসে আমাদের ইবাদত বন্দেগী করতে পেরেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

যার অর্থঃ *"যাহাতে তোমরা তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ করিতে পার এবং তোমাকে পথনির্দেশনা দেয়ার জন্য আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করিতে পার, এবং সম্ভবতঃ তাহার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ থাকিবে।"* [সুরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত ১৮৫]

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

সময় দ্রুত ফুরিয়ে যায়। কিছুদিন আগে আমরা সাগ্রহে রমজানের আগমন প্রত্যাশা করেছি। এখন, তা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আশীর্বাদপ্রাপ্ত তাঁরাই যারা সাফল্যের সঙ্গে রমজানের সুবাস নিতে পেরেছেন, এর পুরস্কারের ফসল ঘরে তুলেছেন, এবং এর থেকে উপকৃত হয়েছেন।

রমজান আমাদেরকে বুঝতে শিখিয়েছে জীবনে করুণার মূল্য কি। রমজান আমাদের অন্তরে মঙ্গলের অর্থকে প্রতিপালন করেছে, এবং আমাদের অন্তরে কালজয়ী জ্ঞান স্থাপন করেছে। একটি সফল সমাজ সৃষ্টির জন্য রমজান প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে – এমন একটি সমাজ যা সংশয়হীন, ধর্ম বিশ্বাসে অটুট, এবং সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

এটা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ আজকের বহুবিভক্ত পৃথিবীতে, যা নানারকম চ্যালেঞ্জ, সংঘর্ষ, ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ। এই পরিস্থিতি তাঁদেরকে দুর্বল করতে পারবে না যারা ধার্মিক, বিশ্বাসী এবং জ্ঞানবান। বরং, এই ধরণের পরিস্থিতি নিজেদের এবং সমাজের উন্নতির প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে পুনরায় নিশ্চিত করে। যেমনটি আমাদের নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, *"নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত কর। যদি অন্যেরা ভাল করে তাহলে তোমার উচিত হবে তাদের চেয়েও ভাল করতে চেষ্টা করা। তবে, যদি তারা মন্দ কাজ করে, তাদের প্রতি অবিচার করো না।"* [ইমাম তিরমিজি বর্ণিত হাদিস]

মনে রাখবেন, আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা সেই রকম মানুষদের দলে নই যারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি না করে শুধুই অভিযোগ করে, নিন্দা করে, এবং গঠনমূলক নয় এমন সমালোচনা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেনঃ

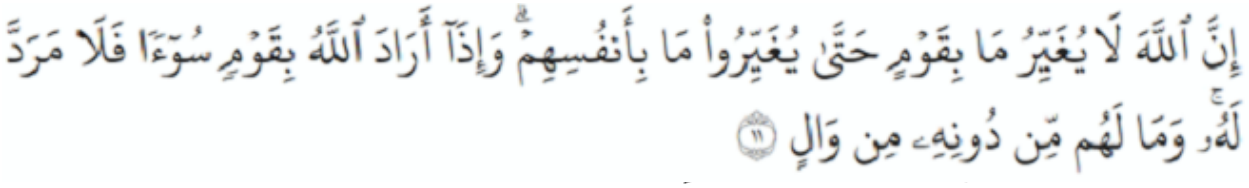
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

যার অর্থঃ "*বস্তুতঃ, আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদেরকে পরিবর্তন করে। এবং যখন কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তখন তা থেকে নিস্তার নেই। এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোন রক্ষাকারী নেই।*" [সুরাহ আর রা'দ, আয়াত ১১]

আসুন আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দুর্বলতাগুলিকে মূল্যায়ন করি। একটি সংশয়হীন, ধর্ম বিশ্বাসে অটুট এবং সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত জাতি নির্মিত হয় তিনটি স্তম্ভের উপর। প্রথমতঃ, জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি করা এবং ধর্মকে উপলব্ধি করা। দ্বিতীয়তঃ উন্নত চরিত্রের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে লালন পালন করা। এবং তৃতীয়তঃ, ভাল কাজে অবদান রাখার সংস্কৃতিকে লালন করা। আসুন আমরা এই তিনটি স্তম্ভ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি।

প্রথমতঃ জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি করা এবং ধর্মকে উপলব্ধি করা

একটানা অনেক দিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলশ্রুতিতে জ্ঞানের একটি শক্ত ভিত্তির উপর ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নিবেদিত চিন্তা এবং সময় ও শক্তি ব্যয়ের ফলশ্রুতিতে নির্মিত হয়েছিল এই সভ্যতা। যার ফলে তখন জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানের প্রচারের একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

একটি মুসলিম সমাজ অধ্যবসায়ের সঙ্গে জ্ঞানের সন্ধান করে এবং তার প্রসারের জন্য অবদান রাখে। সবশেষে, নবীজী মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর নাযিল হওয়া প্রথম বাণীটিই ছিল মানবজাতির প্রতি পাঠের আদেশ। আল্লাহ বলেছিলেন, "*পড়! তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।*" [সুরাহ আল আলাক, আয়াত ১]

সুরাহ আল-তাওবার ১২২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ জোর দিয়ে বলেছেন যে একটি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা কোনভাবেই একটি জ্ঞানী সমাজ গঠনের ও জ্ঞানের প্রসারের প্রতি অবহেলাকে ন্যায্যতা দিতে পারে না। কারণ, দীর্ঘ মেয়াদে একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের ক্ষমতা।

জ্ঞান অর্জন করার অর্থ আমাদের জীবনে ধর্মের উপলব্ধি ও চর্চাকে গভীর করা। আজকাল, আমরা খুব সহজেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছোট ছোট ধর্মীয় তথ্যের প্রচার দ্বারা প্রভাবিত হই। বিষয়টি বুঝতে পেরেছি ভেবে আমরা যুক্তি দেখাই। তারপর বিষয়টির সঠিক উপলব্ধিতে আমরা বিভ্রান্ত হই। মাধ্যম বা উৎস যেটাই হোক না কেন, সঠিক উপদেশ শোনায় কোন ভুল নেই। তবে, আমাদের উচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে গভীর ধর্মীয় জ্ঞান অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা। ইহা ধর্মকে বোঝা এবং ধর্ম চর্চায় বিভ্রান্তি ও উগ্রপন্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢালের মত।

কাজেই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা লালন করুন। যে জ্ঞান থেকে উপকার আসে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। আমাদের উচিত সমাজবদ্ধভাবে সেই জ্ঞান ও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলি অর্জন করতে চেষ্টা করা যা আমাদেরকে মানবতার প্রতি অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয়তঃ বিনয় ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া

মাকারিমুল আখলাক বা মহৎ চরিত্রকে নিখুঁত করার উদাহরণ সৃষ্টির জন্য নবীজী (সাঃ) কে প্রেরণ করা হয়েছিল। জাতি, ধর্ম ও প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, যে কোন সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত উন্নত চরিত্র এবং বিনয়। উন্নত চরিত্রের গুরুত্ব আরও বেশী প্রয়োজন সেই সময়ে যখন মানুষ খুব সহজেই অপমান করে, এমনকি নিপীড়নও করে, তাদেরকে যারা ভিন্ন বলে বিবেচিত।

একজন সাচ্চা ঈমানদারের উচিৎ সবসময় মানুষের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং সবার প্রতি উদারতা ও করুণা দেখানো। উন্নত চরিত্র এবং বিনয় আমাদেরকে জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে কঠিন সময় অতিক্রম করার শক্তি দেয়। একদা ঈমাম শা'ফি তাঁর একটি কবিতায় উপদেশ দিয়েছেন,

وَلا تَجزَعْ لِحَادِثَةِ اللَيَالِي ... فَمَا لِحَوَادِثِ الدُّنيَا بَقَاءُ

وَكُن رَجُلاً عَلَى الأَهْوَالِ جَلَداً ... وَشِيمَتُكَ السَّمَاحَةُ وَالوَفَاءُ

যার অর্থঃ "*দুর্যোগের সময় দুঃখ পেও না, কারণ সেই ঘটনা চিরস্থায়ী নয়। সেই রকম মানুষ হও যে সাহসিকতার সাথে প্রতিকুল সময়কে মোকাবিলা করে, এবং যার মনোভাব হচ্ছে সহনশীলতার ও অবিচলতার।*"

তৃতীয়তঃ দান ও ভাল কাজের উৎস হওয়ার সংস্কৃতি

আমাদের নবী (সঃ) একটি কথার অর্থ এই রকমঃ "*একজন বিশ্বাসীর সাথে তুলনা করা যায় একটি খেজুর গাছের। তার যে অংশই তুমি নাও না কেন, তা থেকে নিশ্চিত উপকার পাওয়া যাবে।*" [ইমাম আল-তাবরানি বর্ণিত হাদিস] একটা গাছ যেমন অপরকে নিরাপত্তা দেয়, এবং

পৃথিবীতে অর্থপূর্ণ অবদান রাখে, একজন মুসলিমও ঠিক তেমনি। এটাই হল একজন সংশয়হীন, ধর্ম বিশ্বাসে অবিচল, এবং সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুসলিমের চরিত্র।

আলহামদুলিল্লাহ, সিঙ্গাপুরবাসীদের মধ্যে দান করার উৎসাহ দেখে আমরা গর্বিত। গাজায় মানবিক ত্রাণ সরবরাহের ব্যাপারে RLAF এর নেয়া উদ্যোগের পিছনে আমরা একতাবদ্ধ হয়েছিলাম। এই পারস্পরিক সংহতি এবং একতার মানসিকতার ফলে উপকৃত হয়েছেন তাঁরা যাঁদের জন্য এখন এই সাহায্যের প্রয়োজন। একইভাবে, যাঁরা আমাদের জাতীয় উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন সেই প্রবাসী কর্মীদের প্রতি আমাদের আতিথেয়তা এবং অন্যান্য অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্ভব হচ্ছে এই মনোভাবের কারণে।

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

ভাই ও বোনেরা,

এর সব কিছুতেই আছে করুণার ছোঁয়া। আমাদের করা দান খয়রাত, ইফতার বা সেহরী খাওয়ার সময় সবার অংশগ্রহণ, পরস্পরের সাথে হাসি বিনিময় করা, ইবাদতের সময় জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা – ইত্যাদির সব কিছুই আসে সহানুভূতিশীল অন্তর থেকে।

এটাই তো শারীয়ার প্রকৃত অর্থ যা আমাদের ধর্মীয় জীবনের অন্তঃসার। ইবনুল কাইউম আল-জাজিয়াহ-র বিচক্ষণ কয়েকটি কথা বিবেচনা করুন। *“কাজেই যে কোন বিষয় যা ন্যায় থেকে অন্যায়ের দিকে বিচ্যুত হয়, করুণা থেকে সরে গিয়ে তার বিপরীতে স্থান নেয়, উপকার থেকে ক্ষতির দিকে যায়, জ্ঞান থেকে অসারতার দিকে যায়, তা শারীয়ার অংশ নয়।”*

গতকালের পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। আগামীকালের চ্যালেঞ্জ আসতেই থাকবে। সেগুলি আরও বেশী জটিল হতে পারে। কিন্তু, আমাদেরকে বিশ্বাস ও অধ্যবসায় সহকারে জীবনের পথ পাড়ি দিতে হবে। যেসব চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবেলা করি, তার মধ্যে থেকেই আমরা নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জীবনযাত্রার দু'টি মূল বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। সুরাহ ইউনুসের ৬২ নম্বর আয়াতে তিনি বলছেনঃ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

যার অর্থঃ "*ইহা নিশ্চিত যে আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী বান্দাদের কোন ভয় থাকিবে না, এবং তাহারা শোক করিবে না।*"

তফসীরকারী আলেমগণ এই আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "*আগামীকাল নতুন যে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে, তা যেমনই হোক না কেন, সেটা নিয়ে তাঁদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। তাঁরা তা পাড়ি দিবেন পূর্ণ ঈমানের সাথে। অতীতে যে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে সেটা নিয়েও তাঁদের দুঃখ নেই, যদিও তা হয়ত তাঁদের উপর কষ্টের দাগ ফেলে গেছে।*"

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ .

ভাই ও বোনেরা,

রমজান যেন আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করে যাতে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রিয় বান্দা হতে পারি। আসুন, আমরা অব্যাহতভাবে আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করি এবং আমাদের মধ্যে জ্ঞানকে লালন করি, যাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের প্রতি করুণা

করেন। আমরা আজ যে বিজয়গুলি অর্জন করেছি তা যেন বিশ্ব মানবতার চূড়ান্ত বিজয়ে পরিণত হয়।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া ফাত্তাহ, ইয়া আলিম,

আমরা আপনার কাছে মিনতি জানাই, সেই আপনি যিনি আমাদের ইচ্ছাসমূহকে পূরণ করেন। আমরা প্রার্থনা করি, আপনি প্রদান করেন। আমরা পাপ করি, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন। আপনার কাছেই আমরা অভিযোগ করি, এবং একমাত্র আপনিই আমাদেরকে সহায়তা দেন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া আফুউন, ইয়া গাফুর,

আমাদের অবস্থা সম্পর্কে আপনিই সর্বজ্ঞানী। আপনি আমাদের অনুরোধ সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন। আপনি অনুগ্রহ করুন যাতে আমরা আমাদের ভুলগুলি সংশোধন করতে পারি। আমাদেরকে আপনি আপনার সেই বান্দাদের কাতারে সামিল করুন যাঁরা পবিত্রতা অর্জন করতে পেরেছেন এবং সাফল্য পেয়েছেন, এবং এই পবিত্র সকালে আমাদের সকল আমল কবুল করে নিন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া কাওয়ি, ইয়া মাতিন,

আমাদের মধ্যে যারা দুর্দশা এবং যন্ত্রণার মধ্যে আছেন, তাঁদের জীবনে নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিন। তাঁদের এবং আমাদের অন্তরে প্রশান্তি ও অবিচলতা স্থাপন করুন, যেন আমরা অটুট মনোবলের সাথে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারি। তাঁদেরকে এবং আমাদেরকে শান্তি ও কল্যাণ দান করুন। যে কোন ধরণের অসচ্ছলতা ও কষ্ট থেকে মুক্তি দিন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

اللهُ أَكبَر X 7

الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنهُم وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ

عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.